দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

056 27

শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক

পটুয়াখালীর একটা ছোট্ট খবর। ছাত্রীকে বেত মেরে স্কুল শিক্ষক হাসপাতালে। পরীক্ষায় খারাপ করার জন্যে রেগে গিয়ে শিক্ষক নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে বেত মেরেছিলেন। ছাত্রীটি অভিভাবকদের কাছে নালিশ জানায়। ওরা রেগে গিয়ে শিক্ষককে এমনই প্রহার দিয়েছেন যে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে, বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ে, শাস্তির প্রয়োগ নিয়ে এখন মতভেদ আছে। শিক্ষকদের প্রহার ক্ষমতা এখন আর বৈধ নয়। যেটুকু আছে তাও প্রধান শিক্ষকে সীমাবদ্ধ। এই যে পরিবর্তনের বয়েসটাও নেহাত সামান্য নয়। ছাত্রী কেনো ছাত্র প্রহারের ঘটনাও বেশ কমে গেছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে পেটানো সেদিক থেকে দৃষ্টিকটু। অন্যদিকে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সর্বাবস্থায়ই শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকের মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে তাদের কাছ থেকে আর যাই হোক সন্তানের সুশিক্ষা আশা করা যায় না। অনুরূপ একটা পরিস্থিতি তাই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যেই উভয় সংকট।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে আবেগের উপস্থিতি বর্জিত নেহাত পেশাগত সম্পর্কে পরিণত করার উপায় নেই। বাঞ্ছনীয়ও নয়। আর আবেগকে স্বীকার করে নিলে একজন শিক্ষার্থীর ব্যর্থতায়, সে ছাত্রী হলেও, একজন শিক্ষকের বেসামাল হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এমন ক্ষেত্রে শিক্ষকের বাড়াবাড়ি অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে তারচে বেশী নিন্দনীয় অভিভাবকদের আচরণ। শিক্ষকের আচরণ অপরাধ পর্যায়ে গড়ালেও তা ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীতে সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে অভিভাবকদের আচরণ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত।

পটুয়াখালীর ঘটনাটিকে যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক অনুরূপ একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হবে। যা শিক্ষার ভবিষ্যৎ বিবেচনায় আমাদের অভিভাবকমণ্ডলীকেই অন্যের বেশি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সচেতন হওয়ার প্রয়োজন মনে করিয়ে দেয়। আর উভয় দিক মিলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে নিয়মের প্রতি আনুগত্য যদি সুদৃঢ় করে তোলা সম্ভব হয় এধরনের লজ্জাকর পরিস্থিতি উদ্ভবেরই অবকাশ থাকে না। শিক্ষক তাঁর আচরণ নিয়মের আওতায় রাখলে অভিভাবকদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ ঘটে না। আর শিক্ষক নিয়ম ভাঙলে তার প্রতিকারের পথও তো রয়েছে। চড়াও হয়ে বিপত্তি বাধানোর দরকার করে না। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, এবং বিশেষ করে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়মের প্রতি আনুগত্যের জরুরী তাকিদের কথাই স্মরণ করিয়ে দিলো পটুয়াখালীর ঘটনা।